GRS- ২.১.২(০৮ (বাংলাদেশ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
প্রশাসন শাখা

২১ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৫.০০১.২২.৫৬৭

বিষয়: নির্দিষ্ট সময়ে জিআরএস সিস্টেমে অফলাইন ও অন্যান্য প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

সূত্র: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক (১.১.১)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর "কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত" জানুয়ারী/২৪ মাসের জিআরএস সিস্টেমে অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

জানুয়ারী/২৪ মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা		বিগত মাসের জের	মোট (১+২+৩)	জানুয়ারী/২৪ মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	মন্তব্য
অনলাইনে	অফলাইনে (পত্র/দরখাস্তযোগে)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	--

০৪-০২-২০২৪
মোঃ আনওয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
০২৫৮৮৮-৫৫৮১৬ (ফোন)
০২৫৮৮৮-৫৩৫৯২ (ফ্যাক্স)
bsb.raj.bd@gmail.com

সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ:
অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিব (বেওবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
প্রশাসন শাখা

২০ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৫.০০১.২২.৬০২

বিষয়: নির্দিষ্ট সময়ে জিআরএস সিস্টেমে অফলাইন ও অন্যান্য প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

সূত্র: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক (১.১.১)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর "কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত" ফেব্রুয়ারী/২৪ মাসের জিআরএস সিস্টেমে অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

ফেব্রুয়ারী/২৪ মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা		বিগত মাসের জের	মোট (১+২+৩)	ফেব্রুয়ারী/২৪ মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	মন্তব্য
অনলাইনে	অফলাইনে (পত্র/দরখাস্তযোগে)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	--

০৪-০৩-২০২৪
মোঃ আনওয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
০২৫৮৮৮-৫৫৮১৬ (ফোন)
০২৫৮৮৮-৫৩৫৯২ (ফ্যাক্স)
bsb.raj.bd@gmail.com

সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিব (বেওবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
প্রশাসন শাখা

২০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৩ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৫.০০১.২২.৬৪০

বিষয়: নির্দিষ্ট সময়ে জিআরএস সিস্টেমে অফলাইন ও অন্যান্য প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

সূত্র: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক (১.১.১)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর "কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত" মার্চ/২৪ মাসের জিআরএস সিস্টেমে অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

মার্চ/২৪ মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা		বিগত মাসের জের	মোট (১+২+৩)	মার্চ/২৪ মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	মন্তব্য
অনলাইনে	অফলাইনে (পত্র/দরখাস্তযোগে)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	০০	০০	০১	০০	০১	০০	--

০৩-০৪-২০২৪
মোঃ আনওয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
০২৫৮৮৮-৫৫৮১৬ (ফোন)
০২৫৮৮৮-৫৩৫৯২ (ফ্যাক্স)
bsb.raj.bd@gmail.com

সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ:
অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিব (বেওবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

অভিযোগ

তারিখঃ ৬/৩/২০২৪খ্রিঃ

বরাবর

পরিচালক (প্রশাসন)
ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

বিষয়: ড. এম এ মান্নান, পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) এবং মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার,দুর্নীতি এবং দায়িত্ব পালনে অদক্ষতা ও অবহেলার জন্য আনিত অভিযোগ তদন্ত প্রসংগে;

সূত্র: রেশম বোর্ড এর অফিস আদেশ নং ২৪.০৬.০০০০.০০৭.৩৫.১৭৯.১৮৪, তারিখ: ১৭/০১/২০২৪

মহোদয়

যথাযথ সম্মান প্রদর্শণপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারি বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এর উপপ্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(অ,দা) এবং বাজেট কর্মকর্তা পদ হতে অব্যহতির কারনে বোর্ডের প্রবিধানমালা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সূত্রোক্ত পত্র মোতাবেক আমার চাকুরিতে প্রথম যোগদানের তারিখ ৬/২/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০২৩ পর্যন্ত সময়ের গ্রাচুইটির অর্থ এবং সিপিএফ ফান্ডে জমাকৃত অর্থ পরিশোধের আদেশ প্রদান করা হয় । উক্ত আদেশ প্রদানের পর প্রায় ২ মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও হিসাব বিভাগ হতে আমার পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছেনা। বোর্ডের সিটিজেন চার্টার মোতাবেক গ্রাচুইটির অর্থ সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশনা রয়েছে। খোজ নিয়ে জানতে পারলাম পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) মহোদয় আমার বিআইডিএসে যোগদানের তারিখ হতে গ্রাচুইটি পাবকিনা একটি অযাচিত /settle বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার বিল না পাওয়ার সমর্থনে কোন বিধি/আদেশ না থাকা সত্বেও আমাকে হয়রানি করার জন্য কুয়েরিদিয়ে বিলটি পরিশোধে বাধা সৃষ্টি করেন এবং আমার ফাইলটি নানাদিকে ঘুরিয়ে হয়রানি করার জন্য পদক্ষেপ নেন। যার কারনে আমি অদ্যাবধি বোর্ডের আদেশ মোতাবেক আমার প্রাপ্য গ্রাচুইটি ও সিপিএফ ফান্ডে জমাকৃত অর্থ পাইনি।

প্রসংগত উল্লেখ্য আমি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে বোর্ডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করে রেশম উন্নয়ন বোর্ডে বাজেট কর্মকর্তা পদে নিয়োগলাভ করায় বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএসআর বিধিবিধান দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় আমার চাকুরি বিআইডিএস এ যোগদানের তারিখ হতে গননার আদেশ প্রদান করা হয় । নিয়ম নিয়মানুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করে চাকুরিলাভ করলে তাঁর পূর্ববর্তী চাকুরিরকাল পেনশন/ গ্রাচুইটি গননার জন্য প্রযোজ্য হয়। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে বোর্ডের কনফিউশন সৃষ্টি হলে জনাব আঃ মতিন, প্রধান সহকারীর চাকুরিকাল গননার ক্ষেত্রে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রনালয়ের মতামত গ্রহন করা হয়। অর্থ মন্ত্রনালয় মতমত দেন যে, "যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তার পূর্বতন চাকুরি পেনশন/ গ্রাচুইটি গননায় প্রযোজ্য হবে" এবং সেমোতাবেক প্রধান সহকারীর গ্রাচুইটি বিল পরিশোধও করা হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি একটি settle বিষয় এবং বর্তমান পরিচালক মহোদয়ই তাঁর বিল পরিশোধ করেছেন কিন্তু তখন তিনি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। ফলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, ড. এম এ মান্নান, পরিচালক(অর্থ ও পরিকল্পনা) মহোদয় সুস্পষ্ট প্রশাসনিক আদেশ, অর্থমন্ত্রণালয়ের মতামত, অত্র বোর্ড হতে ইতোপূর্বে একইধরনের বিল পরিশোধের ৪/৫ টি নজির এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়াধীন অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে একইরুপ বিল পরিশোধের সুস্পস্ট বিধি/মতামত/নজির/আদেশ থাকার পর থাকার পরও আমার নথিটি দীর্ঘদিন ফেলে রাখেন আমার কাছ থেকে কোন অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ/আমাকে হয়রানি/ মহাপরিচালক মহোদয়কে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য। আমার কাছথেকে কোন সাড়া না পেয়ে তিনি আমার প্রাপ্যতার স্বপক্ষে সকল আদেশ/বিধিবিধান/নজির থাকার পরও ধারণা প্রসুত নেগেটিভভাবে ফাইল উপস্থান করেন। তিনি ইতোপূর্বেও আরো অনেকবার আমাকে নানাভাবে হয়রানি করার চেস্টা করেছেন। যা সম্পূর্ন রুপে ক্ষমতার অপব্যবহার,দুর্নীতি এবং দায়িত্ব পালনে অদক্ষতা ও অবহেলার সামীল।

অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্ত করে জরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনসহ আমার পাওনাদি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

আপনার একান্ত অনুগত

৫/৩/২৪

মোঃ কামরুজ্জামান
সাবেক উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(অ.দা.)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
মোবা-01558435399

অনুলিপি: পিএটু মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড **কর্তৃক অভিযোগটি গৃহীত হয়েছে।**

তারিখ: সোমবার, ১১ মার্চ ২০২৪ : ০৪:১০ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

অভিযোগটি গৃহীত হয়েছে
(১) পদক্ষেপ: নতুন অভিযোগ প্রাপ্তি

অভিযোগকারী কর্তৃক মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড **এর নিকট প্রেরিত।**

তারিখ: বুধবার, ০৬ মার্চ ২০২৪ : ১১:০০ পুর্বাহ্ন

বিস্তারিত

অভিযোগকারী একটি নতুন অভিযোগ জমা দিয়েছেন

v. আবেদনের অসম্পূর্ণতা অথবা অন্য কোনো কারণে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হলে যথোপযুক্ত কারণ অবহিত করতে হবে।

(৬) পদক্ষেপ: মতামত প্রাপ্তি

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব ও বাজেট শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড **মতামত প্রদান করেছেন যা** মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড-**এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।**

তারিখ: বৃহস্পতি, ১৪ মার্চ ২০২৪ : ১২:০৫ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

এ বোর্ডের প্রাক্তন বাজেট কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কর্তৃক আনিত ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অদক্ষতার অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি ভুল বুঝিয়ে তাড়াহুড়ো করে প্রকৃত প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট বিল গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেছেন বলে মনে করি। মিথ্যা অভিযোগ দাখিলের দায়ে জনাব মোঃ কামরুজ্জামানকে কালো তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে প্রকৃত বিবরণ হলো এই যে, সংশ্লিষ্ট নথিটি বিভিন্ন ডেস্কে চলাচলে রয়েছে। কোন একক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট যৌক্তিক কারণ ব্যতিত নথির সময় ক্ষেপণ করা হয়নি। বোর্ডের প্রশাসন বিভাগ হতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিধি মোতাবেক অবসর বিল পরিশোধের অফিস আদেশ জারী হয়, বিধায় হিসাব বিভাগকে বিভিন্ন বিধি যাচাই করে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বিল পরিশোধ করা হয়। বিল পরিশোধের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুড়ান্ত না হওয়ায় বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ পত্রে দেখা যায় তিনি উল্লেখ করেছেন-"নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করে চাকুরী লাভ করলে তাঁর পূর্ববর্তী চাকুরীকাল পেনশন/গ্রাচ্যুইটির গণনার জন্য প্রযোজ্য হয়।" সে মোতাবেক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর পূর্ব চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা হওয়ার কথা এবং তাঁর প্রাপ্য পাওনাদি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর হওয়া যুক্তিযুক্ত। অথচ অদ্যাবধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে কামরুজ্জামান এর গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট অর্থ স্থানান্তরের কোন পত্র পাওয়া যায়নি। অভিযোগপত্রে উত্থাপিত প্রাক্তন সহকারি প্রধান জাঃ মতিন এর সাথে কামরুজ্জামান এর তুলনা করার কোন সুযোগ নাই, কারণ জনাব মতিন এর চাকুরীর অবসর সুবিধার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন রয়েছে এবং তিনি বোর্ডের চাকুরী হতে অবসরে গিয়েছেন অপর দিকে কামরুজ্জামান এর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন নাই এবং তিনি চাকুরী হতে অবসরে নয় বরং অব্যাহতি নিয়েছেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বিষয়টি কেস টু কেস। যেহেতু কামরুজ্জামান এর গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট এর বিষয়টি ব্যতিক্রমধর্মী; এক্ষেত্রে তার প্রাপ্যতা কতটুকু, প্রাপ্য অংশ কোন পদ্ধতিতে পরিশোধযোগ্য তা বিধিবিধানের আলোকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ অর্থ পরিশোধে ভবিষ্যতে অডিট আপত্তি এড়াতে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মতামতের প্রয়োজনীয়তা থাকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর রাজশাহীকে স্মারক নং ২৪.০৬.০০০০.০০৭.৩৫.১৭২.২৩.২০৮ তারিখ ১৩.০৩.২০২৪ ইং মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মতামত প্রাপ্তি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে কামরুজ্জামান এর গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট অর্থ স্থানান্তরের পত্র প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। বিধায় অধিক সময় প্রয়োজন।

(৫) পদক্ষেপ: মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড **অভিযোগটি মতামতের জন্য প্রেরণ করেছেন।**

প্রধান প্রাপক:

অনুলিপি প্রাপক: ড. এম. এ. মান্নান, পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

তারিখ: মঙ্গলবার, ১২ মার্চ ২০২৪ : ০২:৫৯ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

আপনার দায়িত্বাধীন **অন্যান্য** সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের বিস্তারিত সংযুক্ত করা হলো। আগামী ১৮/০৩/২০২৪ এর মধ্যে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

i. অভিযোগে উল্লিখিত সেবাটি ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়ে থাকলে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে;
ii. সেবা প্রদান না করা হয়ে থাকলে তা প্রদান করে বিস্তারিত তথ্যসহ অবহিত করতে হবে;
iii. সেবা প্রদানের জন্য অধিকতর সময় প্রয়োজন হলে যথোপযুক্ত কারণ জানাতে হবে;
iv. অধিনস্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারির দায়িত্বে অবহেলার কারণে নির্ধারিত সময়ে বা পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হয়ে থাকলে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে;
v. আবেদনের অসম্পূর্ণতা অথবা অন্য কোনো কারণে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হলে যথোপযুক্ত কারণ অবহিত করতে হবে।

(৪) পদক্ষেপ: মতামত প্রাপ্তি

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব ও বাজেট শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড **মতামত প্রদান করেছেন যা** মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড-**এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।**

তারিখ: মঙ্গলবার, ১২ মার্চ ২০২৪ : ০১:১৬ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

অভিযোগের বিষয়বস্তুতে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা যুক্ত থাকায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুলিপি দেয়া যেতে পারে।

(৩) পদক্ষেপ: মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড **অভিযোগটি মতামতের জন্য প্রেরণ করেছেন।**

প্রধান প্রাপক: মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব ও বাজেট শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

অনুলিপি প্রাপক: মোঃ শামীম আলম, স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

তারিখ: সোমবার, ১১ মার্চ ২০২৪ : ০৪:১০ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

আপনার দায়িত্বাধীন গ্র্যাচুইটি বিলের অর্থ প্রদান সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের বিস্তারিত সংযুক্ত করা হলো। আগামী ১৪/০৩/২০২৪ এর মধ্যে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

i. অভিযোগে উল্লিখিত সেবাটি ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়ে থাকলে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে;
ii. সেবা প্রদান না করা হয়ে থাকলে তা প্রদান করে বিস্তারিত তথ্যসহ অবহিত করতে হবে;
iii. সেবা প্রদানের জন্য অধিকতর সময় প্রয়োজন হলে যথোপযুক্ত কারণ জানাতে হবে;
iv. অধিনস্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারির দায়িত্বে অবহেলার কারণে নির্ধারিত সময়ে বা পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হয়ে থাকলে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে;
v. আবেদনের অসম্পূর্ণতা অথবা অন্য কোনো কারণে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হলে যথোপযুক্ত কারণ অবহিত করতে হবে।

(২) পদক্ষেপ: অভিযোগ গৃহীত

(৯) পদক্ষেপ: অভিযোগ নিষ্পত্তি

মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড অভিযোগটি নিষ্পত্তি করেছেন।

তারিখ: বৃহস্পতি, ০৪ এপ্রিল ২০২৪ : ০৩:৪২ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

জনাব এম এ মান্নান, পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) এবং জনাব মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অদক্ষতার অভিযোগ আনয়ন করত: যে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে, অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগটির সত্যতা পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট নথিটি বিভিন্ন ডেস্কে যৌক্তিক কারণ ব্যতিত সময় ক্ষেপণ করা হয়নি। অভিযোগকারীর দাবীকৃত অর্থ পরিশোধে ভবিষ্যতে অডিট আপত্তি এড়াতে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মতামতের প্রয়োজনীয়তা থাকায় এ বিষয়ে সংস্থা প্রধানের অনুমোদনক্রমে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর রাজশাহীকে স্মারক নং ২৪.০৬.০০০০.০০৭.৩৫.১৭৯.২৪.২০৮ তারিখ ১৩.০৩.২০২৪ ইং মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মতামত প্রাপ্তির পর অর্থ পরিশোধের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৮) পদক্ষেপ: মতামত প্রাপ্তি

ড. এম. এ. মান্নান, পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড মতামত প্রদান করেছেন যা মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

তারিখ: বৃহস্পতি, ১৪ মার্চ ২০২৪ : ০৩:২৬ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

বাজেট কর্মকর্তা (প্রাক্তন) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কর্তৃক আনিত অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি ভুল বুঝিয়ে তাড়াহুড়ো করে প্রকৃত প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট বিল গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় এ ধরণের মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেছেন বলে মনে হয়। মিথ্যা অভিযোগ দাখিলের দায়ে জনাব মোঃ কামরুজ্জামানকে কালো তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এর অবসর/গ্রাচ্যুইটি প্রদান সংক্রান্ত নথি ৩০/০১/২৪ তারিখ উপস্থাপন করা হলে প্রাপ্যতার বিষয়টি স্পষ্টিকরনের জন্য ৩১/০১/২০২৪ তারিখ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে প্রদান করি।

স্পষ্টিকরণকৃত নথিটি ১১/০২/২০২৪ তারিখে উপস্থাপিত হলে তা স্বাক্ষর পূর্বক প্রস্তাবনায় উল্লিখিত বিষয়ে মতামতের জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট নথি উপস্থাপন করা হয়।(রেজি: অনুযায়ী মহাপরিচলকের দপ্তরে নথি গৃহিত ১৫/০২/২০২৪)।

পরবর্তীতে ০৪/০৩/২০২৪ইং তারিখ মহাপরিচালক মহোদয়ের সিদ্ধান্তের নথি ০৫/০৩/২০২৪ইং তারিখ আমার ডেস্কে উপস্থাপিত হলে ঐ তারিখেই (০৫/০৩/২০২৪) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নথি প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়। কাজেই নথি ধরে রাখা অথবা নানা দিকে ঘুরিয়ে হয়রানী করার অভিযোগটি নিছক কল্পনা প্রসুত এবং মিথ্যা। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিলটি পরিশোধ সম্ভব হয়নি। বিধায়, জনাব মোঃ কামরুজ্জামানের লিখিত অভিযোগটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

গ্রাচ্যুইটি গননায় বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্তের যে বিষয়টি জনাব কামরুজ্জামান উল্লেখ করেছেন তা আংশিক এবং তাঁর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট। অথচ পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য ও যুগ্ম সচিব অর্থ মন্ত্রণালয় এর অবশিষ্ট মতামতের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। কারণ অবশিষ্ট মতামত হলো "পূর্বের চাকুরীর বেতন ভাতাদি রাজস্বখাত হতে প্রদেয় হলে সে ক্ষেত্রে চাকুরীর ধারাবাহিকতা গননা করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে তারা কোন আর্থিক বেনিফিট দাবী করতে পারবেনা।" সে জন্য পূর্বের চাকুরীর ধারাবাহিকতা গননা করা হলেও আর্থিক বেনিফিট দেবার সুযোগ নেই। সে মোতাবেক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর পূর্ব চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা হওয়ার কথা এবং তাঁর প্রাপ্য পাওনাদি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর হওয়া যুক্তিযুক্ত। এ জন্য কর্মরত প্রতিষ্ঠান থেকে পূর্বের কর্মস্থলে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানোর প্রথা প্রচলিত থাকলেও অদ্যাবধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে কামরুজ্জামান এর গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট অর্থ স্থানান্তরের কোন পত্র পাওয়া যায়নি। অভিযোপত্রে উত্থাপিত প্রাক্তন সহকারি প্রধান আঃ মতিন এর সাথে কামরুজ্জামান এর তুলনা করার কোন সুযোগ নাই, কারণ জনাব মতিন এর চাকুরীর অবসর সুবিধার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন রয়েছে এবং তিনি বোর্ডের চাকুরী হতে অবসরে গিয়েছেন অপর দিকে কামরুজ্জামান এর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন নাই এবং তিনি চাকুরী হতে অবসরে নয় বরং অব্যাহতি দিয়েছেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বিষয়টি কেস টু কেস। যেহেতু কামরুজ্জামান এর গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট এর বিষয়টি ব্যতিক্রমধর্মী; এক্ষেত্রে তার প্রাপ্যতা কতটুকু, প্রাপ্য অংশ কোন পদ্ধতিতে পরিশোধযোগ্য তা বিধিবিধানের আলোকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে মতামত নেয়া যেতে পারে। এ অর্থ পরিশোধে ভবিষ্যতে অডিট আপত্তি এড়াতে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মতামতের প্রয়োজনীয়তা থাকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর রাজশাহীকে স্মারক নং ২৪.০৬.০০০০.০০৭.৩৫.১৭৯.২৪.২০৮ তারিখ ১৩.০৩.২০২৪ ইং মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মতামত প্রাপ্তি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে কামরুজ্জামান এর গ্রাচ্যুইটি, সিপিএফ ও লাম্পগ্রান্ট অর্থ স্থানান্তরের পত্র প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে; বিষয়ট নিষ্পত্তির জন্য অধিক সময় প্রয়োজন।

(৭) পদক্ষেপ: মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

মোহাম্মদ এমদাদুল বারী, পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড অভিযোগটি মতামতের জন্য প্রেরণ করেছেন।

প্রধান প্রাপক:ড. এম. এ. মান্নান, পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডমোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব ও বাজেট শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

তারিখ: বৃহস্পতি, ১৪ মার্চ ২০২৪ : ০২:৫৫ অপরাহ্ন

বিস্তারিত

আপনার দায়িত্বাধীন <u>অন্যান্য</u> সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের বিস্তারিত সংযুক্ত করা হলো। আগামী ১৮/০৩/২০২৪ এর মধ্যে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

i. অভিযোগে উল্লিখিত সেবাটি ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়ে থাকলে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে;
ii. সেবা প্রদান না করা হয়ে থাকলে তা প্রদান করে বিস্তারিত তথ্যসহ অবহিত করতে হবে;
iii. সেবা প্রদানের জন্য অধিকতর সময় প্রয়োজন হলে যথোপযুক্ত কারণ জানাতে হবে;
iv. অধিনস্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারির দায়িত্বে অবহেলার কারণে নির্ধারিত সময়ে বা পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হয়ে থাকলে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে;